দর্শনায় ফেনসিডিল ভর্তি পিকাপসহ গ্রেফতার ১

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা থানা পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ফেনসিডিল ভর্তি পিকাপসহ ১ জনকে গ্রেফতার করেছে। গ্রেফতারকৃত ফেনসিডিল ব্যাবসায়ী দর্শনা পৌরসভার আজমপুর গ্রামের রবিউল ইসলামের ছেলে সজিবকে ৮০ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিলসহ গ্রেফতার করেছে।

জানাগেছে, গতকাল মঙ্গলবার রাত ৯ টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ শহীদ তিতুমীরের নেতৃত্বে অভিযান চালায় চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার নবগঠিত নেহালপুর ইউনিয়নের নেহালপুর গ্রামের পশ্চিম পাড়ার মাঠে।

এ সময় দর্শনা থানার হিজলগাড়ী ক্যাম্প পুলিশের এএসআই সগীর হোসেন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে নেহালপুর পশ্চিম পাড়ার ফাঁকা মাঠের পাকা রাস্তার উপর।সে সময় পুলিশ মাদক বহন কাজে ব্যাবহিৃত পিকআফ তল্লাশি করে ৮০ ফেনসিডিল উদ্ধার করে। এ ঘটনায় ১ জনকে গ্রেফতার করে।

গ্রেফতারকৃত বিরুদ্ধে মাদক আইনে মামলাসহ ও পলাতক আসামীদের বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে।

মুজিবনগরে ৫০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার ২ বহনকারী পলাতক

মুজিবনগরে মাদকবিরোধী অভিযানে ১ লক্ষ টাকা মূল্যের ৫০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ এ সময় ফেন্সিডিয়াল ফেলে পালিয়ে যায় দুই মাদক ব্যবসায়ী।

শনিবার রাত ৯ টার সময় জয়পুর তারানগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাশ থেকে এসব ফেনসিডিল আটক করা হয়।

পুলিশের এজাহার সূত্রে জানা গেছে, মুজিবনগর থানার জয়পুর মোড়োতলা বিলের দিক থেকে আনন্দবাস গ্রামের দিকে কতিপয় মাদক ব্যবসায়ি মাদকদ্রব্য ফেনসিডিল নিয়ে যাচ্ছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ এর নির্দেশে এসআই উত্তম কুমার সংগীয় ফোর্স পিএসআই সাইফুল ইসলাম, এএআই (ইলিয়াস হোসেন, কং হেলাল উদ্দিন, কং বিপ্লব হোসন শনিবার রাত ৯ টার দিকে জয়পুর গ্রামের জয়পুর-তারানগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উত্তরে জনৈক সেন্টুর পুকুরের পাশে গোপনে অবস্থান করে।

কিছুক্ষণ পরে দুইজন লোক হাতে করে দুইটি প্লাস্টিকের ব্যাগ নিয়ে পুলিশের নিকটবর্তী রাস্তার উপর পৌছামাত্র পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে দৌড়ে পালানোর সময় পুলিশ তাদের পিছু পিছু ধাওয়া করে। পুলিশের ধাওয়া খেয়ে আসামী উপজেলার আনন্দবাস গ্রামের (পূর্বপাড়া) মৃত সদর মোল্লার ছেলে সাইফুল ইসলাম (৩৫) এবং আনন্দবাস খ্রিষ্টানপাড়ার আরশাদ আলীর ছেলে সেলিম (৩৭) ২ টি প্লাস্টিকের ব্যাগ ফেলে দৌড়ে পালিয়ে পালিয়ে যায়।আসামীদের ফেলে যাওয়া ০২ (দুই) টি বাজার করা প্লাস্টিকের ব্যাগের মধ্যে রক্ষিত সর্বমোট (২৫+২৫)= ৫০ (পঞ্চাশ) বোতল অবৈধ মাদক দ্রব্য ভারতীয় ফেন্সিডিল উদ্ধার করে পুলিশ।

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মিজানুর রহমান জানান, পলাতক আসামীদের সম্পর্কে খোঁজ খবর নিয়ে জানা গেছে আসামীরা এলাকার চিহ্নিত ও পেশাদার মাদক ব্যবসায়ী। তারা পরস্পর যোগসাজসে ও সহায়তায় ফেন্সিডিল সহ বিভিন্ন প্রকার মাদকদ্রব্য নিজ হেফাজতে রেখে এলাকায় বিক্রয় করে যুব সমাজকে ধ্বংসের দিকে ধাবিত করছে।

পলাতক আসামীদের বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে অবৈধ মাদকদ্রব্য ফেন্সিডিল হেফাজতে রেখে ২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ৩৬ (১) এর ১৪(খ) ধারার অপরাধ করেছে। পলাতক আসামীদের গ্রেফতারের জন্য অভিযান চলছে।

গাংনীতে ফেনসিডিলসহ স্কুল শিক্ষক আটক

মেহেরপুরের গাংনীতে ১৫ বোতল ফেনসিডিলসহ স্বপন আলী নামের এক স্কুল শিক্ষককে আটক করেছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার (১২ ডিসেম্বর) সকালে গাংনীর বামন্দী ইউনিয়নে নিশিপুর সড়কে তাকে আটক করা হয়। এসময় শিক্ষক স্বপন আলীর মোটরসাইকেল তল্লাশী করে ১৫ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করে পুলিশ। আটককৃত স্বপন আলী ভবানীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ও কাজীপুর গ্রামের মৃত নবীর উদ্দিনের ছেলে।

গাংনী থানা পুলিশের এএসআই কালাম বলেন, বামন্দী নিশিপুর এলাকায় ফেনসিডিল পাচার হচ্ছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে নিশিপুর এলাকা থেকে ফেনসিডিলসহ তাকে আটক করা হয়। এসময় ১৫ বোতল ফেনসিডিল ও পাচার কাজে ব্যবহৃত মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ বাণী ইসরাইল আটকের বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, আটককৃত স্বপন আলীকে মাদক মামলা দায়ের পূর্বক আদালতে প্রেরন করা হয়েছে।

গাংনীতে ফেনসিডিলসহ দুই শীর্ষ মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার

৭০ বোতল ফেনসিডিলসহ এলাকার দুই শীর্ষ মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

গতকাল সোমবার (৯ ডিসেম্বর) দিবাগত রাত ১১ টার দিকে ডিবি পুলিশের একটি টিম গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়িয়া বাজার ইউনিয়ন পরিষদ অফিসের পাশে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করেন।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, গাংনী উপজেলার পলাশীপাড়া গ্রামের আজিজুল

হকের ছেলে সেন্টু হোসেন (২৯) ও একই গ্রামের গোলাম জাকারিয়ার ছেলে সেলিম হোসেন (৩০)।

ডিবি পুলিশের এসআই আশরাফুল ইসলামের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খবর পেয়ে তেঁতুলবাড়িয়া বাজারে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করেন।

এসআই আশরাফ জানান, ভারত সীমান্ত থেকে ফেনসিডিলের একটি চালান আসছে এমন খবর পেয়ে সেখানে অভিযান চালানো হয়। অভিযানের খবর টের পেয়ে ওই মাদক ব্যবসায়ীরা পালানোর চেষ্টা করেছিলেন। পরে তাদের তেঁড়ে ধরা হয়।

উপপরিদর্শক আশরাফ আরও জানান, গ্রেফতারকৃত সেন্টুর বিরুদ্ধে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে ৪ টি ও সেলিম রেজার বিরুদ্ধে একটি মামলা আদালত বিচারাধীন রয়েছে। তাঁরা এলাকার শীর্ষ মাদক ব্যবসায়ী হিসেবে পুলিশের তালিকাভুক্ত।

ফেনসিডিল উদ্ধারের ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে নিয়মিত মামলা দিয়ে রাতেই গাংনী থানা পুলিশে হস্তান্তর করা হয়েছে।

দর্শনায় ফেনসিডিল ও ভুয়া সাংবাদিকসহ গ্রেফতার ৩

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানা পুলিশ ও ভ্রাম্যমান আদালতের বিশেষ অভিযান চালিয়ে মাদকসহ আটক ভুয়া সাংবাদিক চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী মঈন উদ্দিন চঞ্চল (৪২) কে ৫ দিনের কারাদন্ড দিয়েছে।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) কে এইচ তাসফিকুর রহমান রায় প্রদান করেন।

৫ দিনের সাজা পাওয়া চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী মঈন উদ্দিন চঞ্চল চুয়াডাঙ্গা ভীমরুল্লার মৃত্য. বিশারত মন্ডলের ছেলে।

গতকাল শুক্রবার ভোরে দর্শন আকন্দবাড়িয়া গাংপাড়ায় ফেনসিডিল আনতে গিয়ে চঞ্চল পুলিশের হাতে আটক হয়।
থানা সূত্রে জানা গেছে, দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শহীদ তিতুমীরের নেতৃত্বে দর্শনা থানা পুলিশ সকাল সাড়ে ৮ টার দিকে মাদক বিরোধী অভিযান চালায়। এ সময় আকন্দবাড়িয়া গাংপাড়ায় ফেনসিডিল সেবন করার সময় চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী চঞ্চলকে এক বোতল ফেনসিডিল সহ পুলিশ চুয়াডাঙ্গা ভীমরুল্লার মঈন উদ্দিন চঞ্চলকে আটক করে। এ সময় নিজের অপরাধ আড়াল করতে চঞ্চল নিজেকে সাংবাদিক পরিচয় দেন ও তার মেয়ে কলেজে পড়েন বলে গ্রেফতার এড়ানোর চেষ্টা করেন।

পরে ঘটনাস্থলে ভ্রাম্যমান আদালত বসানো হয়। আদালতে চঞ্চল তার অপরাধ স্বীকার করে ক্ষমাপ্রাপ্ত করেন। এ সময় ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) কে এইচ তাসফিকুর রহমান তাকে ৫ দিনের কারাদন্ডের আদেশ দেয়।

অপরদিকে দর্শনা থানা পুলিশ বিশেষ অভিযান চালিয়ে মাদক ও সাজাপ্রাপ্ত আসামীসহ ২ জনকে গ্রেফতার করেছে। গ্রেফতার কৃত আসামী কুড়ালাগাছি ইউনিয়নের কুড়ালগাছি পশ্চিম পাড়ার রহিমের ছেলে সাজাপ্রাপ্ত আসামী জমশেদ (২৮)ও পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের নাস্তিপুর গ্রামের আনোয়ার হোসেনের ছেলে মাদক মামলার পলাতক আসামী রাশেদ (১৮)কে গ্রেফতার করে।

আজ শনিবার ৩ জনকে দর্শনা থানা পুলিশ চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগারে সোপর্দ করেন।

দর্শনায় ফেনসিডিল ও গাঁজাসহ মহিলা মাদক ব্যবসায়ী আটক

দর্শনা থানা পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ৩২বোতল ফেনসিডিল ও ১শ ৭০ গ্রাম গাঁজাসহ তাসলিমা খাতুনকে (৩০)আটক করেছে। আটককৃত তাসলিমা খাতুন দর্শনা পৌরসভার রামনগর গ্রামের ফরজ আলীর স্ত্রী।

জানাযায় গতকাল বুধবার সন্ধা সাড়ে ৬ টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ শহীদ তিতুমীরের নেতৃত্বে অভিযান চালায় রামনগর গ্রামে। এ সময় দর্শনা থানার এস আই অনুজ কুমার সরকার গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালায় রামনগর গ্রামের ফরজ আলী ওরফে সবুজ এর বসত বাড়ীর শয়ন কক্ষে। সেই সময় পুলিশ তার ঘরের কক্ষ থেকে ৩২ বোতল ফেনসিডিল ও ১শ ৭০ গ্রাম গাঁজাসহ তাসলিমাকে আটক করে।

আটককৃত তাসলিমাকে এসআই অনুজ কুমার সরকার বাদি হয়ে মাদক আইনে মামলাসহ চুয়াডাঙ্গা কোর্টে সোপর্দ করবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

দর্শনায় ফেনসিডিল ও পলাতক আসামিসহ গ্রেফতার ৩

দর্শনা থানা পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ২ বোতল ফেনসিডিল ও পলাতক আসামিসহ ৩ জনকে গ্রেফতার করেছে।

গ্রেফতারকৃত ৩ জন বেগমপুর ইউনিয়নের হরিশচন্দ্রপুর গ্রামের ইনজিল হোসেনের ছেলে আব্দুস সালামকে (৩৭) ২ বোতল ফেনসিডিলসহ গ্রেফতার করে।

অপরদিকে অভিযান চালিয়ে দীর্ঘদিনের পলাতক আসামী দর্শনা আকন্দবাড়িয়া গ্রামের আলাউদ্দিনের ছেলে জাহাঙ্গীর হোসেন(৩৫)ও দর্শনা থানার গড়াইটুপি ইউনিয়নের গড়াইটুপি গ্রামের ১ বছরের পলাতক আসামি আবু বাদশার ছেলে আরিফুল ইসলামকে (৪০) গ্রেফতার করে।

জানাযায় আজ শুক্রবার ভোর থেকে অভিযান চালায় দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ শহীদ তিতুমীর। এ সময় শহীদ তিতুমীরের নেতৃত্বে দর্শনা থানার বিভিন্ন গ্রামে অভিযান চালায়।

এ সময় পুলিশ দর্শনা থানার বেগমপুর ইউনিয়নের হরিশচন্দ্রপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে জি আর মামলার পলাতক আসামী আব্দুস সলামকে তাকে গ্রেফতার করে। তার কাছ থেকে ২ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করে। একই দিন দর্শনা আকন্দবাড়িয়ায় অভিযান চালিয়ে দীর্ঘ দিনের সাজাপ্রাপ্ত

পলাতক আসামী জাহাঙ্গীর হোসেনকে তার বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে। একই দিন গড়াইটুপি ইউনিয়নের তিতুদহ ক্যাম্প পুলিশ অভিযান চালিয়ে সি আর মামলার ১ বছরের সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি আরিফুল ইসলামকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃতদের আজ শুক্রবার চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে প্রেরন করেছে ।

মুজিবনগরে ফেনসিডিলসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

মুজিবনগরে ২০ বোতল ভারতীয় নিষিদ্ধ মাদক ফেনসিডিল সহ ১ মাদক ব্যবসায়ীকে আটক মুজিবনগর থানা পুলিশ।

আটকমাদক ব্যবসায়ী উপজেলার তারানগর গ্রামের চাঁদ আলীর (চান্দু) ছেলে সাইফুল শেখ(৪২)।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ (ওসি) উজ্জ্বল দত্তের নির্দেশে থানার সেকেন্ড অফিসার এসআই আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে সঙ্গীয় ফোর্স মুজিবনগর আট কবর সড়কের রতনপুর হরণের বটতলা থেকে তারানগর মাদারতলা রোডের জহরুলের বাগানের কাছে অভিযান পরিচালনা করে। এ সময় ফেনসিডিল বিক্রির উদ্দেশ্যে অবস্থান করা সাইফুল শেখকে আটক করে তার শরীর তল্লাশি করে হাতে থাকা ব্যাগের ভেতর থেকে ২০ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়।

মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ (ওসি) উজ্জ্বল কুমার দত্ত জানান, মাদক নিয়ন্ত্রণে নিয়মিত অভিযানের অংশ হিসেবে গোপন সংবাদ এর ভিত্তিতে ফেনসিডিল সহ সাইফুল শেখকে আটক করা হয়েছে। তার নামে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে কোর্টে প্রেরণ করা হবে।

মেহেরপুরে র্যাবের অভিযানে ফেনসিডিলসহ নানী নাতনী আটক

মেহেরপুরে ১৩২ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিলসহ দুই মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) সিপিসি-৩ মেহেরপুর ক্যাম্প।

আটককৃতরা হলেন, মেহেরপুর সদর উপজেলার চকশ্যামনগর গ্রামের শামসুল হুদার স্ত্রী সুজান বেগম (৫৫) ও মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী গ্রামের মধ্যপাড়া এলাকার মৃত মফিজুল ইসলামের ছেলে মোঃ লিজন মিয়া(১৯)।
সম্পর্কে তারা নানী ও নাতনী।

র্যাব-১২ সিপিসি-৩ মেহেরপুর ক্যাম্পের কমান্ডার সিনিয়র এএসপি মনিরুজ্জামানের নেতৃত্বে র্যাবের একটি টিম আজ শুক্রবার সকাল ৮ টার সময় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ১৩২ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিলসহ তাদের আটক করেন। র্যাব-১২ সিপিসি-৩ মেহেরপুর ক্যাম্পের কমান্ডার সিনিয়র এএসপি মনিরুজ্জামান জানান, পাচারের উদ্দেশ্যে নিজ বাড়িতে মাদক মজুত করেছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে ওই বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। র্যাবের উপস্থিতি টের পেয়ে পালানোর চেষ্টা করে। এসময় তাদের আটক করা হয়। ঘর থেকে উদ্ধার করা হয় ১৩২ বোতল ফেনসিডিল। ফেনসিডিলের আনুমানিক মুল্য মূল্য ২ লাখ ৬৪ হাজার টাকা।

ফেনসিডিল উদ্ধারের ঘটনায় মেহেরপুর সদর থানায় মাদক দ্রব্য আইনে মামলা দিয়ে সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

দর্শনায় ফেনসিডিলসহ গ্রেফতার ১

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা থানা পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ১৮ বোতল ফেনসিডিলসহ আল আমিনকে (২৪) গ্রেফতার করেছে।

গ্রেফতারকৃত আল আমিন দর্শনা পৌরসভার আজমপুর গোরস্থান পাড়ার

আব্দুস ছাত্তারের ছেলে। জানাযায় আজ মঙ্গলবার ২ জুলাই ভোর পৌনে ৫ টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার সাহার নেতৃত্বে অভিযান চালায় দর্শনা আজমপুর গোরস্থান পাকা রাস্তার উপর। এ সময় দর্শনা থানার এসআই সেকেন্দার আবু জাফর গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে আল আমিনকে গ্রেফতার করে।পরে তার কাছে থাকা ১৮ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করে।

এ বিষয়ে গ্রেফতারকৃত আল আমিনের বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় একটি নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে।